সংবাদ

15 APR 2003

2003

# অর্থ সঙ্কট ঃ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বন্ধ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেড় বছর অতিক্রম করলেও এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন বাজেট নির্ধারিত হয়নি। থোক বরাদ্দের মাধ্যমে যে অর্থ পাচ্ছে তা দিয়েই পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কার্যক্রম। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। ইনস্টিটিউট থাকা অবস্থায় যে অ্যাকাডেমিক ভবন ছিল তার সম্প্রসারণ প্রয়োজন হলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন, চিকিৎসা কেন্দ্র, ব্যাংক, পোস্ট অফিস ও জিমনেসিয়াম নেই এবং একই ভবনে প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় মিলনায়তন, ছাত্র সংসদ ভবন, কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া, ছাত্র হল, ছাত্রী হল, কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রভৃতির সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং নতুন হল নির্মাণও অর্থের অভাবে বন্ধ রয়েছে। অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বাস ও মিনিবাস থাকলেও তা অনেক পুরনো এবং বেশিরভাগ সময়ই অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। অর্থ ও প্রযুক্তির অভাবে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (সাউরেস)-এর কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এবং খামার ও উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের কর্মকাণ্ডও অনেকটা স্থবির রয়েছে।

বর্তমানে এখানে শুধু কৃষি অনুষদ রয়েছে। অনুষদ, এমএস ও পিএইচডি ডিগ্রি ...র জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ, ...ক যন্ত্রপাতিসম্পন্ন ল্যাব এবং উচ্চতর ডিগ্রিসম্পন্ন যুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের আপগ্রেডেশন সম্ভব হচ্ছে না অর্থের অভাবে। এটি এক সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানান্তর করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা অবস্থায় ছাত্রদের জন্য ক্রাস্ট্রি ও সার্ক ট্যুর-এর ব্যবস্থা ছিল। বাজেট না থাকায় সার্ক ট্যুরটি বন্ধের পথে। বহিরাগতদের উৎপাত থেকে নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্পাসে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন অনেক দিনের দাবি হলেও তা আজও সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তির এ যুগে বাংলাদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট ও নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকলেও এটি চালুর হওয়া সত্ত্বেও এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে ছাত্র-শিক্ষকসহ সবলেই বঞ্চিত। এ সঙ্কট অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আশা করছে, আগামী অর্থবছরের বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাজেট নির্ধারিত হবে।